এনকার্টাঃ বৃহত্তম সিডি-রম এনসাইক্লোপিডিয়া

ইথার হান্নান

কমপিউটার নির্ভর আধুনিক লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনায় বিস্তৃত পরিসরে সিডি-রমের ব্যবহার হয়ে থাকে। মাইক্রোসফট ও এপল কোম্পানীর সহায়তায় ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের সিডি-রম সফটওয়্যারের প্রসার ঘটেছে। এ ধারাবাহিকতায় মাইক্রোসফটের সাম্প্রতিকতম অবদান বিচিত্র তথ্যসমৃদ্ধ সিডি-রম এনসাইক্লোপিডিয়া-এনকার্টা। যদিও এটি সিডি-রমে প্রথম বিশ্বকোষ নয় তবু এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে ব্যাপক তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

এই জ্ঞান কোষটি ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন ৩৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর সম্পন্ন কমপিউটার এবং WAV ও MIDI সমৃদ্ধ সাউন্ড প্যাকেজ, ২ মেগাবাইট র‍্যাম (যদিও ৪ হলে ভাল হয়), ৩.১ উইন্ডোজ, সেকেন্ড প্রতি ১৫০ কিলোবাইট গতিসম্পন্ন একটি সিডি-রম ড্রাইভ, ভিজিএ কালার মনিটর আর ২.৫ মেগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। সবকিছু মিলিয়ে তিন মিনিটের মধ্যে যে কোন পিসিতে এনকার্টার সংযোগ দেয়া সম্ভব। ৪ রকমভাবে এখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা রয়েছে। একটি পদ্ধতিতে একসাথে সবধরণের তথ্য একের পর এক স্ক্রীনে আসতে থাকে আবার নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে কিছু সময় পর পরও এন্ট্রিগুলো স্ক্রীনে নিয়ে আসা যায়। ফলে একবার এনকার্টা অন করে কিছু তথ্য দেখে পরবর্তীতে পূর্বের ফেলে যাওয়া স্থান থেকে আবার তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ব্যাপারটা অনেকটা কয়েক সপ্তাহ সময় নিয়ে বিশালকায় কোন উপন্যাস পড়ার মতই দাঁড়াচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে A থেকে Z পর্যন্ত বর্ণানুক্রমিক সূচী আর ৯টি ক্ষেত্রের ৯৩টি শাখায় বিভক্ত শ্রেণী-তালিকা। যেমন বলা যায় যে গিটার সর্ম্পকে জানতে হলে সরাসরি শিল্পকলা বা সঙ্গীত শাখায় চলে যেতে হবে এবং বাদ্যযন্ত্রের ভিতর থেকে 'Guiter' শব্দটি খুঁজে বের করতে হবে। অথবা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মত বর্ণ-ক্রমিক সূচী অনুসারে স্ক্রীনে ঐ অক্ষরের ভান্ডারটি এনে তা থেকে 'Guiter' এর আদ্যপান্ত ইতিহাস ও পরিচিতি জেনে নিতে হবে।

স্ক্রীনের একদম উপরে বিভিন্ন ধরনের অপশন যেমন - Menu, Contents, Find, Gallery, Atlas, Help প্রভৃতি লেখা থাকে। কোন একটি বিষয় পড়তে গিয়ে যদি স্ক্রীনে ভেসে ওঠা তথ্যগুলোর মধ্যে কোন বিশেষ চিহ্ন দেখা যায় তবে সে অনুসারে Gallery-কে হাইলাইটেড করলেই নির্দিষ্ট তথ্যের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ছবি ভেসে উঠবে বা কোন কন্ঠস্বর, সঙ্গীত বা অন্য কোন ধরনের শব্দ শোনা যাবে। Gallery-অপশনটি বেশ অভিনব। যেমন গিটারের ক্ষেত্রে ক্লাসিক্যাল, মার্টিন ডি, গিবসন পল, গিবসন এল আর স্ট্রাটো-কাস্টার এই পাঁচ ধরনের বিখ্যাত গিটারের ছবি স্ক্রীনে দেখা যাবে তাছাড়া প্রতিটি গিটারের আলাদা আলাদা সুরও বেজে উঠবে। ফলে সহজেই তাদের বিভিন্নতা ও স্বকীয়তা সর্ম্পকে একটা ধারণা গড়ে উঠে। আবার এনকার্টা খুলে সারি সারি তথ্য রাশিকে পাশ-কাটিয়ে শব্দ আর ছবির সমন্বয়ে প্রোগ্রাম করা এই Gallery-তে সরাসরি চলে আসারও ব্যবস্থা রয়েছে। একঘেঁয়েমি কাটাতে 'Historical Audio' নামের বিশেষ সংগ্রহশালায় ঢুকলে টমাস আলভা এডিসনের আদি ফোনগ্রাফের রেকর্ড শোনা যাবে। আরও রয়েছে রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের রোমান্টিক ভাষণ কিংবা চন্দ্র বিজয়ের স্মরণীয় মুহূর্তে নীল আর্মষ্ট্রং-এর সেই গর্বিত উচ্চারণ, 'One Small Step . . . . . ."। এনকার্টার একটি আকর্ষনীয় দিক হচ্ছে এরকমের বেশ কিছু ঐতিহাসিক কন্ঠস্বর। লেনিন, হিটলার, নিক্সন থেকে শুরু করে মার্গারেট থ্যাচার এমনকি মাইক্রোসফটের কর্ণধার বিল গেটসের কথাও শোনা যাবে এনকার্টায়। Gallery-তে সংযোজিত ছবিগুলোও চমকপ্রদ। প্রয়োজনে ছোট আকারের ছবিকে সম্ভাব্য যে কোন অনুপাতে বড় করে স্ক্রীনে দেখা সম্ভব। ফলে ছবির কোন গুণগত পরিবর্তন ছাড়াই আকাংখিত ব্যক্তি বা বিষয়বস্তুর একটি অবয়ব চোখের সামনে ভেসে উঠে। শুধু স্থিরচিত্র নয়, বিভিন্ন ভিডিও এনিমেশনও এনকার্টাটি যুক্ত রয়েছে। নানা রকমের সঙ্গীত-যন্ত্রাংশের আওয়াজ ছাড়াও এতে অনেক পশু-পাখির শব্দ, প্রচুর কবিতা, নানাদেশের জাতীয় সঙ্গীত আর বিশ্ব-বিখ্যাত ৩৫০টি সঙ্গীত সুরের প্রোগ্রাম রয়েছে। ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড স্থায়ী প্রতিটি সুর নিরস এনসাইক্লোপিডিয়াকে যেন প্রাণবন্ত করে তোলে।

পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলকে চোখের সামনে দেখার জন্য রয়েছে 'Atlas' অপশনটি। এর সাহায্যে পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের মানচিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। আবার মানচিত্রে উল্লেখিত যে কোন স্থান বা শহর সর্ম্পকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ঐ মুহূর্তেই জেনে নেয়া সম্ভব। পাশাপাশি কমপিউটার জায়গাটির নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করে শুনিয়ে থাকে। আর একটি অপশন রয়েছে Time line নামে যাতে রয়েছে ক্রমিক ইতিহাসের মানচিত্র। অর্থাৎ এতে সময়ের ক্রমানুসারের ইতিহাসকে সাজানো হয়েছে। স্ক্রীনে অবশ্য আনুভূমিক কিছু মোটা মোটা সরল রেখা দৃশ্যমান হয়। এই লাইনের মাঝে মাঝে সংযুক্ত রয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার শিরোনাম ও ছোট আকারের ইংগিতধর্মী চিত্র। যে কোন চিত্রকে হাইলাইটেড করা মাত্র ঐ সময়ের বিশেষ ঘটনাটি সম্পর্কে ছোট্ট একটি নোট দেখা যাবে আর পার্শ্ববর্তী লম্বা লাইনটিকে হাইলাইটেড করলে ঐ বিষয়েই বিস্তারিত তথ্য স্ক্রীনে ভেসে উঠবে। যেমন ইসলামের ইতিহাস সর্ম্পকে জানার জন্য 'The rise of Islam' -শিরোনামের সাথে যুক্ত গ্লোব অংকিত ছোট্ট ছবিটির মাধ্যমে পাওয়া যাবে বাদশাহ হারুন আল রশিদের সাম্রাজ্যের একটি মানচিত্র আর সংশ্লিষ্ট লম্বা লাইনটির সাহায্যে তৎকালীন ইসলামের অনেক গৌরব গাঁথা স্ক্রীনে চলে আসবে। এভাবে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রসার, ইউরোপে ফ্রাঙ্কোর প্রভাব, মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতার উত্থান, চীনের তাং বংশের রাজত্ব এমনি আরও অনেক অজানা ঘটনা ও তথ্যের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এনকার্টার এই অংশে।

এনসাইক্লোপিডিয়াটির সাধারণ তথ্যগুলির মাঝে কিছু কিছু শব্দ রয়েছে লাল রঙের যারা রেফারেন্স নির্দেশ করে। অর্থাৎ বিষয়টি সর্ম্পকে বিস্তারিত জানতে হলে ঐ লাল শব্দগুলোর সাহায্য নিতে হয়। তাছাড়া গবেষণার প্রয়োজনে নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে জানার জন্য রয়েছে 'See Also' অপশনটি। এনকার্টার আর একটি মজার সংযোজন প্রশ্নোত্তরের গোলক ধাঁধা। প্রশ্নের সম্ভাব্য চারটি উত্তর দেয়া থাকে যার ভিতর সঠিকটি বেছে নিতে পারলেই তবে ধাঁধার পরবর্তী ধাপ এগিয়ে আসে। যতক্ষণ সঠিকটি চিহ্নিত না হয় ততক্ষণ অবশ্য পূর্বের প্রশ্নের গোলক ধাঁধার মধ্যেই ঘুরপাক খেতে হয়। তবে ভয়ের কারণ নেই কারণ অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্নগুলো বেশ সোজা ধরনের হয়ে থাকে। যেমন একজন বিখ্যাত অষ্ট্রিয়ান সুরস্রষ্টার (১৭৫৬-১৭৯১) নাম জানতে চেয়ে যদি ষ্টীং, মাইকেল জ্যাকসন, প্রিন্স আর মোৎজার্টের নামের গোলক ধাঁধায় ফেলা হয় তবে নিশ্চয় আপনি সহজেই ধাঁধাটির লক্ষ্য ভেদ করে পরবর্তী ধাপে পৌঁছানোর আশা রাখতে পারেন।

কোন আকাঙ্খিত শব্দকে তাড়াতাড়ি খুঁজবার জন্য এনকার্টায় রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম। ফলে কমপিউটারকে কোন শর্ত (Not/And/Near) জুড়ে দিয়ে শব্দটিকে খুঁজতে বলা যেতে পারে। কিংবা শব্দটির সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ঘটনা বা তারিখ নির্দিষ্ট করে দিলেও কমপিউটার তা বুঝতে পারে এবং এনকার্টার বিশাল ভান্ডারে তার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটাও ছোট হয়ে আসে।

মূলতঃ ফ্লাঙ্ক এবং ওয়াগনালসের নিউ এনসাইক্লোপিডিয়ার ২৯টি খন্ডকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে এনকার্টা। তবে গ্রোলিয়ার এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা এবং এনসাইক্লো-পিডিয়া ব্রিটানিকার তুলনায় এর ভান্ডারটি কিছুটা ছোট। যেমন একজন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার যিনি প্রথম প্রমাণ করেন যে দ্রুতগতির রেসের সময় ঘোড়ার চারটি পা একসাথেই ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেই এডওয়ার্ড মুব্রিজ (Eadweard Muybridge) সর্ম্পকে এনকার্টায় বরাদ্দ করা হয়েছে ১২০টি শব্দ। যেখানে গ্রোলিয়ারে আর ব্রিটানিকায় রয়েছে যথাক্রমে ২০০টি ও ৫০০টি শব্দ। বলা বাহুল্য এনকার্টায় গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য শব্দ ও তথ্যকেই স্থান দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে এতে রয়েছে বিল ক্লিনটনের প্রেসিডেন্সীর মত সাম্প্রতিকতম বর্ণনাটিও। মাইক্রোসফটের পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি বছরান্তে এনকার্টাকে আপডেটেড করা হবে।

অবশ্য এনকার্টায় কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা বিভ্রান্তি রয়েছে। যেমন নেলসন ম্যান্ডেলার ছবি দেখতে হলে বা বক্তৃতা শুনতে হলে সোজা 'Nelson Mandela' এন্ট্রিতে গেলে শুধু প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীই পাওয়া যাবে। কিন্তু 'South Africa'-র এন্ট্রি বের করলেই Gallery অপশন আপনাকে এই অবিসংবাদিত মানবতাবাদীর চেহারা বা কন্ঠস্বর সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা দিয়ে দেবে। অথচ নেলসন ম্যান্ডেলা-র এন্ট্রিতেই এ ব্যাপারে কিছুটা ইঙ্গিত দেয়া উচিৎ ছিল।

এনকার্টায় তথ্য-উপস্থাপনার অভিনব কৌশলের ফলে কোন বিষয় সম্পর্কে তথ্য, শব্দ ও চিত্রের সমন্বয়ে অনেকটা ত্রিমাত্রিক ধারণা লাভ করা যায়। এনকার্টায় কাজ করতে গিয়ে যে রোমাঞ্চকর অনুভূতি সৃষ্টি হবে তা আপনাকে মনে করিয়ে দেবে কমপিউটারের কল্যাণে জ্ঞানার্জনের গতানুগতিক পদ্ধতিটি কতটা প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে। যদিও গতিশীল পৃথিবীর বিস্তৃত জ্ঞানভান্ডারকে বিশাল লাইব্রেরীর অনন্তকালীন মৌনতার পরিসর থেকে বের করে ঘরে ঘরে পিসিতে প্রতিস্থাপন করা এখনও সম্ভব হয়নি। তবে, যেহেতু মোটা মোটা এনসাইক্লোপিডিয়াগুলোতে আপনি শেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ বা বীটোফেনের সিম্ফনি উপভোগ করতে পারবেন না তাই সিডি-রম এনকার্টাকে আপনার পিসিতে সংযুক্ত করে নিঃসঙ্কোচে মাইক্রোসফটকে একটি ধন্যবাদ জানিয়ে দিতে পারেন। ❐